

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ কার্তিক ১৪২১/২৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩-৩৩৩—বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক সংগঠক মো. বজলুর রহমান ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

২। মো. বজলুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী রাজনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। এ কারণে সামরিক শাসকগোষ্ঠী প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। অতঃপর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনাব মো. বজলুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে হারাল।

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক মো. বজলুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক সংগঠক মো. বজলুর রহমানের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(১৯৩৪৭)

মূল্য ৪ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: $\frac{০৫ \text{ কার্তিক } ১৪২১}{২০ \text{ অক্টোবর } ২০১৪}$

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক সংগঠক মো. বজলুর রহমান ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহেরাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মো. বজলুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী রাজনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। এ কারণে সামরিক শাসকগোষ্ঠী প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। অতঃপর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনাব মো. বজলুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লিয়াজেঁ অফিসার হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে হারাল।

মন্ত্রিসভা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক মো. বজলুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।